তোমার পাঠিত সুকুমার রায়ের কবিতাগুলির অবলম্বনে শিশুসাহিত্যে তাঁর বিশিষ্টতা মূল্যায়ন করো।

ড. অচিন্ত্যকুমার গাঙ্গুলী
ডোমকল কলেজ, বাংলা বিভাগ।

উপেন্দ্রকিশোরেরে যোগ্য উত্তরাধিকার নিয়ে শিশু সাহিত্যের জগতে অবতীর্ন হলেন তাঁর পুত্র সুকুমার রায়। তিনি শিশুর মনোরাজ্যকে খেয়ালী কল্পনার দ্বারা আরো বিস্তার দিলেন। শিশুকে দিলেন তার অনুভূতির বিচরণক্ষেত্র। তার প্রভাব সমকালিনতার গণ্ডি পেরিয়ে একালে পাঠকমনকে ছুঁয়ে যায়। প্রত্যেক শিশুমনই চায় মুক্তি ও সক্রিয়তা। নীরস সাহিত্যপাঠ শিশুর কর্ম নয়, তাই শিশুর মনোরাজ্যে প্রবেশ করে তাদেরকে খুশি করতে গিয়ে কবি সুকুমার রায় যে সব ছড়া রচনা করেছেন – তাতে উদ্ভট ভাষা বা Nonsense Jargon তৈরি করেছেন। বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যে অদ্ভুতরসের অবতারণা সুকুমার রায়ের বিশিষ্টতা। শিশুমন কেবল উপদেশের কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। সে চায় কল্পনার সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে লীলা চাঞ্চল্য বিস্তার করতে, আজব স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতে যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না করেই অদ্ভুদ কল্পনার জগতে নিজস্ব বাস্তব খুঁজে নিতে সুকুমার তারই রূপকার –

“হাঁস ছিল সজারু (ব্যাকারণ মানি না)
হয়ে গেল “হাঁস জারু” কেমনে তা জানি না।
বক কহে কচ্ছপ – “বাহবা কি ফুর্তি!
অতি খাসা আমাদের বকচ্ছপ মূর্তি”।
....
....
হাতিমির দশা দেখ, তিমি ভাবে জলে যাই
হাতি বলে এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই”

হাঁসজারু হাতামি কেমন প্রাণী, বাস্তবে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে শিশুমনে যেমন কোনও সংশয় নেই, তেমনি আমরাও যুক্তির ধার না মাড়িয়ে শিশুর অনাবিল আনন্দটাকে লক্ষ্য করি। কাতুকুতু বুড়োর কাছে না যাওয়ার সাবধান বানীতে শিশু তাঁর মনের খোরাক খুঁজে নিতে পারে ‘সর্বনেশে’ বৃদ্ধ যে ভাই যেও না তার বাড়ি কাতুকুতুর কুলপি খেয়ে ছিঁড়বে পেটের নাড়ি’। শিশুর কাছে এই সত্য জগৎ হয়ে ওঠে।

সৎপাত্র, গোঁফচুড়ি, খুড়োর কল, ডানপিটে এরকম অজস্র কবিতায় তিনি শিশুদের মনোরাজ্য জয় করে শিশুসাহিত্যের আসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেন। সুকুমার রায় তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে এক নতুন জগৎকে সৃষ্টি করলেন যে জগতে শিশুর প্রাণ ও কান বাতাসের গতিতে এক সঙ্গে চলে। মুখ ও চোখ একসঙ্গে নড়ে, যেমন গাছের কচিপাতা ভাবের উপযোগী ভাষাছন্দের উপযোগী হিল্লোল রচনা করে কবি সুকুমার রায় শিশুর সুকুমার বৃত্তিকে প্লাবন এনে দেন।